দৈনিক ইনকিলাব

039-A

তারিখ ... 02 JUL 1987 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 3 ...

পাসের হার শতকরা ৫৯·৮১

দেশের ৪টি বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ

।। ইনকিলাব রিপোর্ট ।।

দেশের ৪টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ১৯৮৭ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফলাফল গতকাল প্রকাশিত হয়েছে। এ বছর সারা দেশে এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল মোট ৩ লাখ ৬০ হাজার ৫শ' ২ জন। তন্মধ্যে প্রথম বিভাগে ৩৫ হাজার ৮শ' ৬২ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ১ লাখ ৪৫ হাজার ৬শ' ৩৯ জন এবং তৃতীয় বিভাগে ৩৪ হাজার ২শ' ৮৮ জন। মোট ২ লাখ ১৫ হাজার ৬শ' ৯ জন পাস করেছে। পাসের হার শতকরা ৫৯

২-এর পৃঃ দেঃ

ঢাকা বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকারী আরিফ আহমদকে পিতা-মাতার সাথে দেখা যাচ্ছে —ইনকিলাব

মন্ত্রণালয় জানে

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

চলতি সালের এসএসসি ফল প্রকাশে কর্তৃপক্ষ এক অভূতপূর্ব নজীর স্থাপন করেছেন। ব্যতিক্রমধর্মী এই প্রকাশিত ফলাফল একদিকে যেমন সাংবাদিকদের বিভ্রান্ত করেছে তেমনি ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবক মহলকে হতাশ করেছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে, সার্বিক ব্যাপারটি পূর্ব পরিকল্পিত।

সুদুর অতীত থেকে প্রচলিত নিয়ম ভেঙ্গে এবার সবক'টি বোর্ডই গ্রুপভিত্তিক মেধা তালিকা দেয়ার পরিবর্তে সম্মিলিত মেধা তালিকা প্রকাশ করেছে।

বিশেষতঃ ঢাকা বোর্ড এবার সম্মিলিত

শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম গোলাম সাকলায়েন

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

চারটি শিক্ষা বোর্ডের প্রকাশিত এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে সম্মিলিত মেধা তালিকার প্রথম স্থান এবার ছেলেরাই দখল করেছে।

চারজনের মধ্যে সবচেয়ে বেশী নম্বর পেয়েছে রাজশাহী বোর্ডের মোহাম্মদ গোলাম সাকলায়েন। তার প্রাপ্ত নম্বর ৮৮৬। দ্বিতীয় ঢাকা বোর্ডের আরিফ আহমাদ পেয়েছে ৮৪৬। যশোর বোর্ডের মোঃ আমিনুল হক ৮৪৫ নম্বর পেয়ে চার জনের মধ্যে তৃতীয়। এদের মধ্যে কুমিল্লা বোর্ডের মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন ৮৩২ নম্বর পেয়েছে।

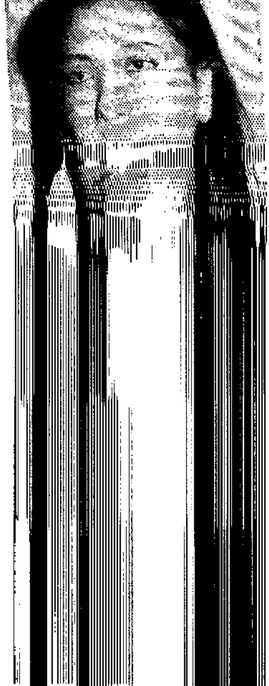

পিতা-মাতার সাথে কুমিল্লা বোর্ডে প্রথম স্থান অধিকারী মোঃ জসিমুদ্দিন —ইনকিলাব

ঢাকা বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম ১০ জন

।। স্টাফ রিপোর্টার।।

ঢাকা বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকার প্রথম ১০ জনঃ

১। আরিফ আহমাদ, রোল— মির্জাপুর ৪৬২০৩ (প্রাপ্ত নম্বর ৮৪৬, গ, ভূ, সাবি, উগ, জ্যাকা) মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ।

২। সাইফ আবদুল্লাহ হারুন, রোল— ঢাকা-১ (প্রাপ্ত নম্বর ৮৩৬, গ, ভূ, সাবি, উগ, বাহি) গভঃ ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, ঢাকা।

৩। ২ জন (ক) সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ, রোল— ঢাকা ৭৮৯, (প্রাপ্ত নম্বর ৮৩৪, গ, সাবি, উগ, জ্যাকা) ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল, ঢাকা।

২-এর পৃঃ দেঃ

কুমিল্লা বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম ১০ জন

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

১। মোহাম্মদ জসীম উদ্দীন, রোল কুম *৩৫০ (গ, ভূ, সাবি, উগ, জ্যাকা)। কুমিল্লা জেলা স্কুল।

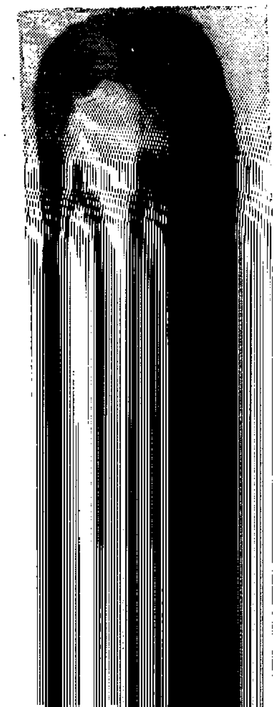

২। (২ জন) (ক) মোহাম্মদ রুবায়েত হাসান, রোল কুম *৩৫৯ (গ, ভূ, সাবি, উগ, জ্যাকা)। কুমিল্লা জেলা স্কুল।

(খ) কাজী মোহাম্মদ খালেদ, রোল সিকক *২৩ (গ, ভূ, সাবি, উগ, জ্যাকা)। সিলেট ক্যাডেট কলেজ।

২-এর পৃঃ দেঃ

শাহরীন রায়হান

শাহরীন নারী নির্যাতনে কঠোর শাস্তির পক্ষপাতি

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

শাহরীন রায়হানা আজিজ আগামীতে একজন ইঞ্জিনিয়ার হয়ে দেশের প্রযুক্তিগত উন্নয়নে মেয়েদের অংশ গ্রহণে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে আগ্রহী। শাহরীন মতিঝিল আইডিয়াল হাই স্কুল থেকে ৫টি লেটারসহ ঢাকা বোর্ডের মেয়েদের মধ্যে দ্বিতীয় এবং সম্মিলিত মেধা তালিকায়

শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

আরিফ কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ঢাকা বোর্ডে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকারী আরিফ আহমাদ কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। সে মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ থেকে পরীক্ষা দিয়ে ৫টি বিষয়ে লেটারসহ ৮৪৬ নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছে।

শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ

ইশতিয়াক বিদ্যুৎ প্রকৌশলী হতে আগ্রহী

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ঢাকা বোর্ডে সম্মিলিত মেধা তালিকায়

সাইফ আব্দুল্লাহ হারুন

সাইফের মতে ছাত্র রাজনীতিতে বেশী জড়ানো উচিত নয়

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ডাক নাম নিপু। ভালো নাম সাইফ আবদুল্লাহ হারুন। ঢাকা বোর্ডে সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে। গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাই স্কুল থেকে বিজ্ঞান বিভাগে পরীক্ষা দিয়ে নিপু ৫টি লেটারসহ ৮শ' ৩৬ নম্বর পেয়েছে।

শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

রাজশাহী বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকা

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

রাজশাহী বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম দশজনঃ

*১। রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের মোহাম্মদ গোলাম সাকলায়েন রোল রাজ ক্যাডেট—১ (ইং, গ, ভূ, সাবি, উগ, জ্যাকা)।

*২। রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের মোহাম্মদ শফিউল আলম রোল রাজ ক্যাডেট—৯ (ইং, গ, সাবি, উগ জ্যাকা)।

*৩। রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের মো[illegible] সুজা শাহরিয়ার রোল রাজ ক্যাডেট—[illegible] (ইং, গ, সাবি, উগ, জ্যাকা)।

২-এর পৃঃ দেঃ

যশোর বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম ১০ জন

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

[illegible]

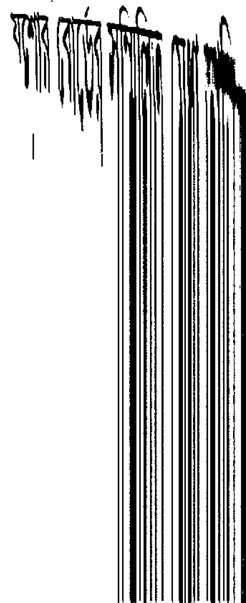

দৈনিক ইত্তেফাক
02 JUL 1986
02 JUL 1986

39-B

সাইফ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাবা মুঃ আবদুল্লাহ হারুন প্ল্যানিং কমিশনের জয়েন্ট চীফ। মা শামসুননেছা হারুন বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা। দ্বিতীয় স্থান লাভ করার ব্যাপারে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ও কি হতে চায় জানতে চাইলে নিপু কম্পিউটার সাইন্স পড়ার কথা জানায়। দ্বিতীয় স্থান পেয়ে খুব খুশী। নির্বাচনী পরীক্ষার পর নিয়মিত ১৩/১৪ ঘন্টা লেখা পড়া করেছে। এর আগে নিয়মিত পড়াশোনা করেনি। বিজ্ঞান ও ইংরেজী বিষয়ে নিপু গৃহ শিক্ষকের কাছে পড়াশুনা করেছে। এছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে ২/৩ মাস করে শিক্ষকদের কাছে পড়েছে।

তিন ভাই এক বোনের মধ্যে নিপু সবার ছোট। পরীক্ষায় সাফল্যের ব্যাপারে মায়ের অবদান বেশী। এর সাথে শিক্ষকদেরও অনুপ্রেরণা রয়েছে। স্কুল জীবনে পরীক্ষায় ৫ থেকে ৭ নম্বর স্থান পেত। নবম শ্রেণীতে উঠার পর পরীক্ষার ফলাফল ভাল হতে থাকে। নির্বাচনী পরীক্ষায় প্রথম স্থান পেয়েছিল।

ছাত্র রাজনীতিতে বেশী জড়ানো উচিত নয় বলে নিপুর ধারণা। তার মতে, দেশের রাজনীতি সম্পর্কে জানা ভালো। কিন্তু এই জানার জন্যে ছাত্রদের রাজনীতিতে গা ভাসিয়ে দেয়ার অর্থই হলো পড়ালেখার ক্ষতি করা।

অবসর কাটে গল্পের বই ও খেলাধূলার মধ্য দিয়ে। প্রিয় লেখক হুমায়ুন আহমেদ। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রিয় ক্রিকেট দল। নিপুর প্রিয় ক্রিকেটার ইমরান খান। ক্রিকেট ছাড়াও ফুটবলের প্রতি তার দুর্বলতা প্রচুর। মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব প্রিয় দল।

প্রিয় ব্যক্তি কে জানতে চাইলে নিপু জানালো, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তার প্রিয় ব্যক্তিত্ব। প্রিয় খাবার ভাত ও গোশত। রং নীল।

ইশতিয়াক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সরকারী কলেজের ভূগোল বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সৈয়দ সাখাওয়াৎ হোসেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রিঙ্কু দৈনিক ৫/৭ ঘন্টা পড়াশোনা করতো। নির্বাচনী পরীক্ষার পরে অবশ্য দৈনিক গড়ে ১২ ঘন্টাও লেখাপড়া করেছে।

ভাল ফলাফলের জন্য সে তার আব্বা-আম্মা ও শিক্ষকদের অনুপ্রেরণার কথা উল্লেখ করে। বাংলা, ইংরেজী, বিজ্ঞান ও অংকের জন্য তার দু'জন গৃহ শিক্ষক ছিলেন। সে ৪ বিষয়ে লেটারসহ মোট ৮শ' ৩৪ নম্বর পেয়েছে।

রিঙ্কু অবসরে গল্পের বই পড়ে। তার প্রিয় লেখক হুমায়ুন আহমদ। আবাহনীর সমর্থক রিঙ্কুর কাছে আশীষের খেলা সবচেয়ে ভাল লাগে। ক্রিকেটে পাকিস্তান এবং সেখানকার জাভেদ মিয়াদাদ তার প্রিয়। রিঙ্কু জানায় যে, গরুর ভুনা গোশত তার প্রিয় খাবার। কোন্ রং তার পছন্দ জানতে চাইলে রিঙ্কু বলে আকাশী। সে নিয়মিত নামাজ ছাড়াও সকাল, বিকেল কোরআন শরীফ পাঠ করে।

শাহরীন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

১৬তম স্থান অধিকার করেছে। পরীক্ষায় ফলাফলের ব্যাপারে সম্মিলিত মেধা তালিকায় আরো ভাল করবে বলে আশা করেছিল। পিতা, মাতা ও শিক্ষকদের নিরলস পরিশ্রমই তার ভাল ফলাফলের প্রধান উৎস বলে সে জানিয়েছে।

শাহরীনের পিতা জনাব মোহাম্মদ আজিজুল করিম স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ফেমিলি প্ল্যানিং উইং-এর ডেপুটি চীফ। জনাব করিম ৩ সন্তানের জনক। বড় ছেলে নটরডেম কলেজে পড়ে। শাহরীন পিতার দ্বিতীয় সন্তান। সে অবসর সময়ে গান করে ও বই পড়ে সময় কাটায়। ছাত্র জীবনে সে রাজনীতিতে জড়াতে আগ্রহী নয়। নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে শাহরীন কঠোর শাস্তিমূলক আইন প্রয়োগ করার পক্ষপাতি।

যশোর মেধা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

*৩। আসলাম খায়ের, রোল ঝিনাইদহ ক্যাডেট—১০ (৮৩৭, গ, উগ, সাবি, জ্যাকা) ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ।

*৪। মোঃ আবদুল্লাহ ইকবাল, রোল ঝিনাইদহ ক্যাডেট—১৬ (৮৩৬, গ, উগ, সাবি, জ্যাকা) ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ।

*৫। নাফিছ ইমতিয়াজ আলম, রোল বরিশাল ক্যাডেট—৫ (৮২৯ গ, ভূ, সাবি, উগ, জ্যাকা) বরিশাল ক্যাডেট কলেজ।

*৬। ২ জন (ক) মুহম্মদ মঞ্জুরুল ইসলাম আনওয়ারী, রোল ঝিনাইদহ ক্যাডেট—৬ (৮২৭, গ, উগ, সাবি, জ্যাকা) ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ।

(খ) আহমেদ আল মারুফ, রোল যশোর ক্যান্ট—৩(৮২৭, ইং, গ, উগ, সাবি, টা) দাউদ পাবলিক স্কুল, যশোর।

*৭। ২ জন (ক) মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম শরীফ, রোল বরিশাল ক্যাডেট—১ (৮২৬, গ, ভূ, সাবি, উগ, জ্যাকা) বরিশাল ক্যাডেট কলেজ।

(খ) মোঃ রাকীবুল হাসান, রোল বরিশাল ক্যাডেট—৭ (৮২৬, ইং, গ, সাবি, উগ, জ্যাকা) বরিশাল ক্যাডেট কলেজ।

*৮। মোঃ আনিসুর রহমান, রোল বরিশাল ক্যাডেট—৩৬ (৮২৫, গ, ভূ, সাবি, উগ, জ্যাকা) বরিশাল ক্যাডেট কলেজ।

*৯। মোঃ আলতাফ হোসেন, রোল বরিশাল ক্যাডেট—৩ (৮২৪, গ, ভূ, সাবি, ইধ, উগ) বরিশাল ক্যাডেট কলেজ।

*১০। মুহাম্মদ রাহাতউজ্জামান, রোল বরিশাল ক্যাডেট—১১ (৮২১, গ, ভূ, সাবি, উগ, জ্যাকা) বরিশাল ক্যাডেট

আফরিন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অবদান যথেষ্ট বলে সে জানিয়েছে। অবসর সময়ে আফরিন চিত্র এঁকে ও গান শুনে সময় কাটায়।

আফরিনের পিতা জনাব আমিনুল হক ভূঞা একজন পানি বিজ্ঞানী। তিনি ৭ মেয়ের জনক। আফরিন পিতার ৫ম সন্তান।

তুহীন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে তুহীন ৪ বিষয়ে লেটারসহ ৮শ' ৩৪ নম্বর পেয়েছে। সে নিয়মিত সাড়ে ৩ ঘন্টা পড়াশোনা করলেও নির্বাচনী পরীক্ষার পরে দৈনিক ৬ ঘন্টা লেখাপড়া করেছে। অঙ্ক ও ইংরেজীর জন্য তার গৃহ শিক্ষক ছিলো। তার প্রিয় খেলা ক্রিকেট এবং প্রিয় খেলোয়াড় জাভেদ মিয়াঁদাদ। অবসরে সে গল্পের বই পড়ে। ২ ভাই ১ বোনের মধ্যে সবার বড় তুহীনের প্রিয় ব্যক্তিত্ব তার পিতা। পিতা জনাব অলিয়ার রহমান একজন কাস্টমস সুপারেন্টেণ্ডেন্ট। ভাল ফলাফলের জন্য সে মা-বাবা ও শিক্ষকদের অনুপ্রেরণার কথা উল্লেখ করেছে। ভাত, মুরগীর গোস্ত এবং আইসক্রীম তার প্রিয় খাদ্য। নীল রং তার পছন্দ।

তুহীনদের গ্রামের বাড়ী নড়াইল জেলার লোহাগড়াতে।

জানে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মেধা তালিকার প্রথম ৩টি স্থান অধিকারী ৪ জনের নাম এবং ঠিকানা প্রদান করে। অন্যান্য বিভাগ সম্পর্কে এবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি বলে সাংবাদিকরা তাদের খুঁজে পাননি। তবে একমাত্র সম্মিলিত মেধা তালিকায় মেয়েদের মধ্যে শীর্ষ স্থান অধিকারীদের ৩ জনের নাম খুঁজে পাওয়া গেছে বিধায় তাদের সাক্ষাতকার নেয়া সম্ভব হয়েছে। দীর্ঘ ৩ মাস পর ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে এরূপ ব্যবস্থা নেয়ায় সাংবাদিক মহল যেমন বিস্মিত হয়েছেন তেমনিভাবে অন্যান্য গ্রুপের শীর্ষ স্থান অধিকারীরাও একটি বিশেষ সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হলো। উল্লেখ্য গত বছর সাংবাদিকদের ডেকে নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ফল প্রকাশ করা হয়েছিল। একটি বিশ্বস্ত সূত্রে প্রকাশ এ বছর শিক্ষামন্ত্রণালয়ের নির্দেশে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ যারপর নাই কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিলেন। ঢাকা বোর্ড সম্পর্কে ঐ সূত্র বলে, বিশেষ প্রয়োজনীয় লোক ছাড়া অন্যান্য সাধারণ কর্মচারীদের এবার এক সপ্তাহের ছুটি দেয়া হয়েছিল। তাছাড়া টেবুলেশন ওয়ার্কও এমনভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে যে, এক গ্রুপের খবর কোন অবস্থাতেই অন্যগ্রুপ জানতে পারেনি। এ জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালীপনার চরম অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে সিলেট রেডিও'র এক কারবারে। আমাদের সিলেট প্রতিনিধি জানান, রাজধানীতে বসে বক্স আঁটুনীর মহড়া চললেও সিলেট রেডিও স্টেশন থেকে ৩০ জুন বিকেলেই স্থানীয় খবরে কুমিল্লা বোর্ডের ফলাফল ঘোষণা করে দেয়া হয়। কেবল তাই নয়, ঐ খবর প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে অসংখ্য মানুষের ভিড় জমলে কর্মকর্তারা যথাসম্ভব ফল জানিয়েও দিয়েছেন। অথচ এদিকে ঢাকার সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা সাংবাদিকরা পর্যন্ত ১ জুলাই বিকেল তিনটার আগে তার মুখ দেখতে পারেননি। তারপরও সাংবাদিকরা হাতে যা পেয়েছেন তা হচ্ছে মাত্র ৪টি ছেলের নাম-ঠিকানা। এ অবস্থায় সাংবাদিকরা অনেক চেষ্টা করেও বোর্ড থেকে গ্রুপভিত্তিক শীর্ষ স্থান অধিকারীদের নাম পাননি। যা পেয়েছেন তা হচ্ছে "মন্ত্রণালয়কে জিজ্ঞেস করুন" এরূপ একটি উত্তর। ওদিকে নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি কেন্দ্রে প্রকাশিত ফলাফলের বই দেয়ার কথা থাকলেও গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত ঢাকার অনেকে কেন্দ্রে কোন বই পাঠানো হয়নি বলে খবর পাওয়া গেছে।

আরিফ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গতকাল (বুধবার) এস, এস, সি, পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পরই বনানীর বাসায় উপস্থিত হতেই তাকে হাসিখুশী দেখাচ্ছিল। বাবা রশীদ আহমাদ একজন প্রকৌশলী।

স্কুল জীবনে আরিফ কখনো পরীক্ষায় প্রথম হতে পারেনি। নির্বাচনী পরীক্ষায় সে তৃতীয় হয়েছিল। প্রি-টেস্ট পরীক্ষায় আগে থেকেই দিনে ৭ ঘন্টা নিয়মিত পড়াশুনা করেছে। বাংলা ও অংক বিষয়ে গৃহ শিক্ষকের সাহায্য নিতে হয়েছে আরিফকে। সাফল্যের পেছনে বাবার অনুপ্রেরণা ছিল সবচেয়ে বেশী। এর সাথে কলেজের শিক্ষকরা যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

রাজনীতি সম্পর্কে আরিফের কোন মন্তব্য নেই। তার মতে, এটি বড়দের ব্যাপার। ছাত্র রাজনীতির ব্যাপারে সচেতনতা থাকা উচিত। তবে প্রত্যক্ষভাবে ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়ানো উচিত নয়। কেননা এতে পড়াশুনা হয় না। ছাত্র রাজনীতির নামে শিক্ষাঙ্গনে যা হচ্ছে তা বন্ধ না হলে শিক্ষার পরিবেশ থাকবে না।

দু'ভাই দু'বোনের মধ্যে আরিফ তৃতীয়। বোন দু'জন বড়। প্রিয় খেলা ফুটবল ও টেবিল টেনিস। ফুটবলে সব সময় সেন্টার ফরোয়ার্ড পজিশনে খেলে থাকে। প্রিয় খাবার ভাত ও চিংড়ি মাছ। সবুজ রং আরিফের ভালো লাগে। প্রিয় ব্যক্তিত্ব কে জানতে চাইলে আরিফ হেসে জবাব দিল, বাবাই তার প্রিয় ব্যক্তিত্ব। অবসর কাটে গল্প বই পড়ে এবং গান শুনে।

ফলাফল শুনার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আরিফ জানালো— বাবা মায়ের আশা পূরণ করতে পেরে খুব খুশী।

শাহনাজ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিদ্যালয়ের মিস শাহনাজ আফরোজ (নিপা) ভবিষ্যতে একজন ডাক্তার হতে চায়। বিজ্ঞানের ছাত্রী শাহনাজ ৫টি লেটারসহ ঢাকা বোর্ডে মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এবং সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৯ম স্থান অধিকার করেছে।

শাহনাজের পিতা জনাব রেজাউল করিম এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরোর সহকারী পরিচালক। শাহনাজ তার পিতার প্রথম সন্তান। তারা তিন ভাই বোন। শাহনাজ অবসর সময়ে বই পড়ে, গান শুনে এবং কার্ড খেলে সময় কাটায়। ছাত্রী জীবনে রাজনীতিতে জড়ানোর পক্ষপাতী সে নয়। শাহনাজ নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী হলেও উগ্রতাকে অপছন্দ করে।

প্রথম পৃষ্ঠার পর